দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

24

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এ কথা সকলেই জানি ও বলি। শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই চির সত্য বাণী সত্য হলেও আজ আমাদের দেশে শিক্ষার অবনতি এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে হৈ হুল্লোর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যকলাপে অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গন আজ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শ্রেষ্ঠ বিদ্যাঙ্গনেও নানা অনাবশ্যক কার্যকলাপে পরিপূর্ণ। এখানে সময় সময় ঘটেছে নানা ধরনের দুঃখজনক ঘটনা। যা শিক্ষার মূল গতিধারাকেই ব্যহত করছে।

দেশের বিদ্যাপিঠগুলোর নাজুক অবস্থার কথা বিবেচনা করে বিবেকবান মানুষকে চিন্তিত করে তুলেছে। যারা দেশের ভবিষ্যৎ— যারা দেশের আগামী দিনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তারা যদি গোড়াতেই ব্যর্থতার বোঝা বহন করে বেড়ায় তবে তাদের কাছ থেকে দূর্গতি ছাড়া অন্য কিছু আশা করা যায় না।

শিক্ষাঙ্গন তথা বিদ্যা অর্জনে নিজেদেরকে মনোনিবেশ করাই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। কিন্তু এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ ছাত্ররা শিক্ষা অর্জনের পথ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। পরিবর্তে তারা কুৎসিত রাজনীতির এক শ্রেণী স্বার্থান্বেষী মহলের লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করছে। তারা তাদের অজান্তে কখন যে নিজেদের আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছে তা অনুভব করতে পারে বলে মনে হয় না। অতীতের ভ্রান্ত রাজনীতির বদৌলতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তথা শিক্ষাঙ্গনে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে চলেছে।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তথা অভিভাবক অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে তাদের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠায়। অনেক কষ্টে তাদের পড়াশুনার খরচ জোগায়। অথচ তাদের এ আশা ও স্বপ্ন বালির বাঁধের মতো ধ্বংস হয়ে যায়— বিলীন হয়ে যায় অনেক সময়ই। কারণ, কারো অজানা নয়। তাই অবিলম্বে এর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। নইলে দেশ ও জাতিকে এর জন্য ভবিষ্যতে খেসারত দিতে হবে।

—এম, এ, শহীদ।

সম্মান (সনাতন) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রসঙ্গে

আমরা ১৯৮২ সালের সম্মান শ্রেণীতে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হই। স্বাভাবিকভাবে আমাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা ১৯৮৫ সালের মধ্যেই হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিভিন্ন কারণের জন্য হতে পারে নাই। অবশেষে ১৯৮৭ সালে বেশ কয়েকবার পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করে গত ১৮-৪-৮৭ ইং থেকে শুরু হয়। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এই বৎসর আমাদের পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর বিভিন্ন হলে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা স্ব স্ব কলেজে অনুষ্ঠিত হয়।

আর এর জন্যই বুঝি আমাদের কপাল মন্দ। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছভাবে আমাদের উপর একের পর এক এমন ধরনের প্রশ্নপত্র চাপিয়ে দেন যা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। অর্থাৎ এমন ধরনের প্রশ্নপত্র পরীক্ষায় আসবে বলে আমরা আশা করি নাই। আর এরূপ প্রশ্নপত্র অন্য কোন সময়ে হয় নাই। গত ৫ (পাঁচ) বৎসরের প্রশ্নপত্র দেখলে তা বুঝা যাবে। নিম্নে কিছু নমুনা তুলে ধরা হোলঃ

(ক) হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ পত্রে (কর বিধি) এমন একটি বাধ্যতামূলক অংক দেওয়া হয়েছে যা কোন হিসাব বর্ষ অনুসারে করতে হবে তা বলা হয় নাই। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী যে বৎসর পরীক্ষা হয় তার আগের বৎসরের আয়কর আইন অনুযায়ী অংক করতে বলা হয়। কিন্তু এই বৎসর এমন কোন কিছু বলা না থাকায় প্রায় ছাত্রই বাধ্যতামূলক ২০ (বিশ) নম্বরের উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারে নাই।

(খ) হিসাব বিজ্ঞান ৭ম পত্রে (পরিসংখ্যান) সাধরণতঃ অংক থাকে। গত কয়েক বৎসরের প্রশ্নপত্র দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এই বৎসর দেখ যায় যে, প্রায় সব ধরনের প্রশ্নই থিউরীমূলক। অর্থাৎ অংকের পত্রে অংকের সংখ্যা কম। তাই ছাত্ররা বাধ্য হয়ে থিউরীর উত্তর দিয়েছে। থিউরীর প্রশ্নেও আবার কমন কোন প্রশ্ন নাই।

(গ) হিসাব বিজ্ঞান ৮ম পত্রেও (উৎপাদন হিসাব বিজ্ঞান) ঐ একই দশা। অর্থাৎ অংকের প্রশেন অংক না দিয়ে থিউরীমূলক প্রশ্নপত্র করা হয়েছে। ফলে, যে যা পারে তাই লিখেছে। হয়ত এই থিউরীমূলক প্রশ্নের উত্তর করার জন্য কম নম্বর পেতে পারে।

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা উপরোক্ত ৩টি বিষয়ে ভাল নম্বর পাওয়ার আশা রাখে। কিন্তু এবার ছাত্রদের সে আশায় কর্তৃপক্ষ উত্তর দানে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছেন। এত দীর্ঘ দিনের পর যখন ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে বসেছে তখন কর্তৃপক্ষ কেন ছাত্রদের এই ধরনের প্রশ্নপত্র দিয়ে নাজেহাল করলেন? তাহলে কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজের পড়ুয়া ছাত্রদের পাস করাতে রাজি নন, না-কি পাস করালেও যাতে ভাল না করতে পারে তার জন্য এই ধরনের প্রশ্নপত্র?

পরিশেষে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষণ করে আবেদন করছি যাতে উত্তরপত্র দেখার সময় উপরোক্ত বিষয়টি সহানুভুতির সাথে বিবেচনা করে দেখেন।

—মোঃ মজিবর রহমান খান।